দ্য সার্জন

টেস গেরিটসেন

অনুবাদ: রুদ্র কায়সার
সম্পাদনা ও টীকা: সজল চৌধুরী

কপিরাইট সংক্রান্ত নোটিশ

PUBLISHER: **BoHo Publishing**

PROPRIETOR: **Tess Gerritsen, Inc.**
c/o Jane Rotrosen Agency, LLC

Signed by:
By:______ E4CFF0906BAD4F7...

Date: 5/16/2025

Signed by:
By:______ 6B0745DCE51C4D8...

Date: 5/19/2025

আইনানুগ অনুমতি ব্যতীত, কপিরাইট স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার কোনো অংশই ইলেক্ট্রনিক্যালি বা মেকানিক্যালি, যে-কোনো আকার বা ভাবে পুনরুৎপাদন বা বিতরণ করা যাবে না।

প্রস্তাবনা

ওরা আজ মেয়েটার মরদেহ খুঁজে পাবে।

আমি জানি, কীভাবে ঘটবে ঘটনাটা—চোখ দুটো বন্ধ করলে মেয়েটার লাশ আবিষ্কারের ঘটনার প্রত্যেকটা দৃশ্য পরিষ্কার দেখতে পাই। রোজকার মতো আজও ঠিক সকাল নয়টা নাগাদ কেন্ডাল অ্যান্ড লর্ড ট্রাভেল এজেন্সিতে কর্মরত নাকউঁচু স্বভাবের মেয়েরা নিজ নিজ ডেস্কে আসন গ্রহণ করবে। যত্নের সাথে ম্যানিকিউর করা আঙুলগুলো খটখট আওয়াজ তুলে নেচে বেড়াবে কম্পিউটার কিবোর্ডের ওপর। ওদের কেউ হয়তো ব্যস্ত হয়ে পড়বে মিসেস স্মিথের জন্য ভূমধ্যসাগরীয় প্রমোদ তরীর অগ্রিম টিকিট সংগ্রহ করতে অথবা কাজ করবে সফেদ বরফে আবৃত ক্লোস্টারে মি. জোনসের স্কি ভ্যাকেশন উদ্‌যাপনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে। কিংবা এই বছর মি. আর মিসেস ব্রাউনের জন্য একেবারে ভিন্ন কিছু আয়োজন। চমকপ্রদ কিছু একটা চাই তাদের জন্য। হয় চিয়াং মাই, কিংবা মাদাগাসকার। অবশ্যই এমন কিছু করা যাবে না যেটা কষ্টসাধ্য, তবে অভিযানটি হতে হবে রোমাঞ্চকর। বোঝাই যাচ্ছে এক্ষেত্রে সবকিছু ছাপিয়ে অগ্রাধিকারের তালিকায় যে বিষয়টা সর্বাগ্রে, সেটি হলো—কোনো প্রকার আপোষ করা চলবে না আরামআয়েশের বিষয়ে। 'আরামদায়ক ভ্রমণ'—এটাই কেন্ডাল অ্যান্ড লর্ডের মূলনীতি। খুবই ব্যস্ত একটা এজেন্সি। সারাক্ষণই ফোন আসতে থাকে।

আর তাই, ডায়ানা যে তার ডেস্কে নেই—এই বিষয়টা মেয়েদের নজরে পড়তে খুব বেশিক্ষণ লাগবে না।

ওদের মধ্য থেকে কেউ একজন ডায়ানার ব্যাক বে'র বাড়িতে কল করবে। ফোনটা বেজে উঠবে ঠিকই, কিন্তু অপরপ্রান্ত থেকে জবাব মিলবে না। ভাববে, ডায়ানা হয়তো গোসলে আছে, তাই শুনতে পাচ্ছে না। বা ধরে নিবে সে হয়তো এরই মধ্যে অফিসের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে, কিন্তু রাস্তায় কোথাও আটকে আছে, যে কারণে দেরি হচ্ছে পৌঁছাতে। ডায়ানাকে যে কল করবে, সেই মেয়েটির মাথায় প্রথমে এরকম ডজন খানেক সাধারণ চিন্তা ঘুরপাক খাবে। কিন্তু সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে, বার বার কল করার পরেও যখন তার কাছ থেকে কোনো সাড়া মিলবে না, তখন মনের মধ্যে ঝড় বইতে শুরু করবে। ক্রমে অস্বস্তি রূপ নেবে ভয়ংকর কল্পনায়।

আমার ধারণা বিল্ডিংয়ের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বে থাকা লোকটাই ডায়ানার সহকর্মীদের মধ্য থেকে কোনো একজনকে তার অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে ঢোকার

ব্যবস্থা করে দেবে। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি সন্দিগ্ধ লোকটা নিজের কাছে থাকা চাবিগুলোর সাহায্যে তালা খুলতে খুলতে বলছে, "আপনি তার পরিচিত, তাই তো? আপনি নিশ্চিত, আমি যদি আপনাকে এইভাবে তার অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকতে দেই, তাহলে সে সত্যিই রাগ করবে না? না মানে আমি যে আপনাকে তার বাসায় ঢুকতে দিয়েছি, তাকে তো কথাটা জানাতে হবে আমাকেই।"

দরজা খুলে অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে প্রবেশ করবে তারা। ডায়ানার সহকর্মী বেশ জোরেশোরে তার নাম ধরে ডেকে বলবে: "ডায়ানা? তুমি কি বাসায় আছ?" হল ধরে হাঁটতে শুরু করবে মেয়েটা। দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখা ফ্রেমে বাঁধান ট্রাভেল পোস্টারগুলো পাশ কাটিয়ে দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকবে সে। বিল্ডিংয়ের তত্ত্বাবধায়কটি ঠিক তার পেছনেই অবস্থান করবে। সতর্ক দৃষ্টি রাখবে মেয়েটার ওপর, যেন সে ডায়ানার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে কোনো কিছু চুরি করতে না পারে।

তারপর লোকটা দরজা দিয়ে তাকাবে শোবার ঘরের দিকে। আর এভাবেই প্রথমবারের মতো ডায়ানা স্টার্লিংকে দেখতে পাবে সে। মুহূর্তেই তার মাথা থেকে চুরির মতো ছোটোখাটো বিষয়গুলো উবে যাবে। সে শুধু চাইবে বমি হওয়ার আগে অ্যাপার্টমেন্টটা থেকে বেরিয়ে যেতে।

পুলিশ এসে পৌঁছানোর পর ঐ স্থলে উপস্থিত থাকতে খুব করে ইচ্ছা করছে আমার। কিন্তু আমি অতটা বোকা নই। আমি জানি ঘটনাস্থলের পাশ দিয়ে যাওয়া প্রতিটা গাড়ি, এমনকি রাস্তায় ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা দর্শকদেরকেও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবে তারা। আমার ফিরে আসার প্রবল সম্ভাবনার ব্যাপারে তারাও অবগত।

এই মুহূর্তে স্টারবাকসে বসে আছি। আমার দৃষ্টি জানালার বাইরে নিবদ্ধ। আলো ঝলমলে একটা দিন। কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছে একটা অনুভূতি। আমি অনুভব করতে পারছি কী প্রবলভাবে ডায়ানার ঘরটা আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কিন্তু আমি ইউলিসিসের মতো। নিজেকে নিরাপদে জাহাজের মাস্তুলের সাথে আবদ্ধ রেখে সাইরেনের গান শুনে যাব। পাথরের সাথে ধাক্কা খাওয়ার মতো ভুল আমি করব না।

তারচেয়ে এখানে বসে কফি পান করতে করতে বোস্টন শহরকে জেগে উঠতে দেখব। গুণে গুণে তিন চামচ চিনি মেশালাম কফিতে। মিষ্টি কফি পছন্দ আমার। সবকিছু আমার এমনটাই চাই। একদম নিখুঁত হতে হবে।

দূর হতে সাইরেনের আকুতি ভেসে আসছে। ডাকছে আমাকে। মনে হচ্ছে, নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টায় দড়ি ধরে টানাটানি করছে ইউলিসিস, কিন্তু শক্ত বাঁধনে আবদ্ধ সে।

ওরা আজ মেয়েটার লাশ খুঁজে পাবে।

ওরা আজ জানতে পারবে আমরা আবার ফিরে এসেছি।

অধ্যায় ১

এক বছর পর...

ল্যাটেক্সের গন্ধ একদমই সহ্য করতে পারে না ডিটেকটিভ টমাস মুর। গ্লাভসের ভেতরে হাত ঢোকানোর পর, হালকা টেনে ধরা মুখটা যখন ছেড়ে দেওয়া হয়, তখন ওটা চট করে এঁটে বসে হাতের ওপর। আর সেই সময় ওতে লেগে থাকা ট্যালকম পাউডারের গুঁড়া ধোঁয়ার মতো সামান্য পরিমাণে ছড়িয়ে পড়ে বাতাসে। অস্বস্তিকর গা-গুলানো অনুভূতি হয় তাতে। তার পেশার সবচেয়ে বীভৎস দিকগুলোর সাথে ব্যাপারটা এমন এক আত্মিক বন্ধনে জড়িয়ে গেছে যে, দুর্গন্ধটা নাকে আসা মাত্রই তার বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে। যেন বিখ্যাত রাশিয়ান মনোবিজ্ঞানী পাভলভের কুকুরগুলোর মতো, যেগুলোকে নির্দিষ্ট ঘণ্টাধ্বনির সাহায্যে লালা ঝরাতে শেখানো হয়েছে—ঠিক তেমনি, থমাসের নাকে লেগে থাকা সেই ল্যাটেক্সের গন্ধ মানেই ছিল, সামনে অপেক্ষা করছে রক্ত আর দেহের অন্যান্য তরলের উপস্থিতি। একটা দুঃস্বপ্নের সূচনা। মানসিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে নেওয়ার সাবধান বাণী।

আর সেটাই করে সে—ময়নাতদন্ত কক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে প্রস্তুত করে নিল নিজেকে। কিছুক্ষণ আগেই তপ্ত রোদ থেকে ভেতরে ঢোকায় শরীরের ঘাম ইতোমধ্যে শীতল হয়ে শরীরে বসে গেছে। আজ জুলাইয়ের ১২ তারিখ। শুক্রবার। যদিও বা বিকাল হয়ে গেছে, বাতাসে স্যাঁতস্যাঁতে ভাবটা এখনও বিদ্যমান। এয়ার কন্ডিশনারের গোঁ গোঁ শব্দে পুরো বোস্টন শহর যেন কাঁপছে। ফোঁটায় ফোঁটায় পানি পড়ছে যন্ত্রগুলো থেকে। গরমের প্রচণ্ডতায় মেজাজ হারাচ্ছে শহরের অধিবাসীরা। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে তাদের। টোবিন ব্রিজের ওপর গাড়ির সারি। দাবদাহকে পেছনে ফেলে, একটু শীতলতার প্রত্যাশায় সবাই ছুটছে উত্তরে, মেইনের ছায়াশীতল বনভূমির দিকে। যদিও মুর সেই সমস্ত সৌভাগ্যবানদের দলে পড়ে না। উলটো তাকে ছুটি থেকে ডেকে আনা হয়েছে। সে ভালো করেই বুঝে গেছে ভয়ানক কিছু অপেক্ষা করছে তার জন্য, যার মুখোমুখি হওয়ার কোনো ইচ্ছাই তার নেই।

মর্গের লিনেন কার্ট থেকে একটা সার্জিক্যাল গাউন বের করে এরই মধ্যে গায়ে চাপিয়ে নিয়েছে মুর। মাথায় চাপাল কাগজের টুপি, যেন কক্ষের ভেতরে তার চুল না পড়ে। তারপর পায়ের জুতাটা কাগজের কভার দিয়ে ভালোভাবে মুড়িয়ে নিল। কারণ সে দেখেছে মাঝেমধ্যে টেবিলের ওপর থেকে রক্ত কিংবা টিস্যুর দলা মেঝের ওপর পড়ে যায়। এমন নয় যে মানুষ হিসাবে সে একদম

গোছাল প্রকৃতির, কিংবা নিজেকে পরিপাটি রাখতে পছন্দ করে। প্রকৃতপক্ষে ময়নাতদন্ত কক্ষের কোনো নমুনা জুতোয় মাখিয়ে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই তার। কক্ষের ভেতরে প্রবেশ করার আগ মুহূর্তে দরজার বাইরে থামল মুর। সেখানে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। গভীরভাবে শ্বাস নিল। মানসিকভাবে প্রস্তুত করে নিল নিজেকে, এরপর প্রবেশ করল ভেতরে।

টেবিলের ওপর শুয়ে রাখা, কাপড়ে ঢাকা লাশটা যে কোনো নারীর, লাশের বাহ্যিক আকৃতি দেখে তা সহজে অনুমান করা যায়। খুব বেশি সময় ধরে লাশের দিকে তাকিয়ে থাকা সম্ভব হলো না মুরের পক্ষে। তাই লাশটার ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল, মনোযোগ দিল ঘরে উপস্থিত জীবিত মানুষগুলোর দিকে। প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদিগুলো ট্রে'র মধ্যে সাজিয়ে নিচ্ছিল মেডিক্যাল এক্সামিনার ডা. অ্যাশফোর্ড টিয়ারনি। এই কাজে তাকে সহায়তা করছে একজন মর্গ সহকারী। টেবিলটির অপর প্রান্তে, মুরের ঠিক বরাবর দাঁড়িয়ে রয়েছে বোস্টন হোমিসাইড ইউনিটের আরেকজন সদস্য ডিটেকটিভ জেন রিজোলি। ছোটোখাটো গড়নের, চৌকো মুখাবয়বের অধিকারিণী ডিটেকটিভ রিজোলির বয়স তেতত্রিশ বছর। মাথার চুলগুলো কাগজের টুপির নিচে আবৃত। এই অবাধ্য কোঁকড়ানো চুলগুলো তার চেহারায় এনে দিয়েছে কোমলতা। চুলের কোমলতা হারিয়ে গেলে চেহারাটা আরও বেশি কৌণিক ও কঠোর হয়ে ওঠে। চোখ দুটো—গাঢ়, অনুসন্ধিৎসু, যেন সবকিছু ছেদ করে ভেতরে প্রবেশ করতে চায়। আগে ভাইস অ্যান্ড নার্কোটিক্স ইউনিটে কাজ করত রিজোলি। সেখান থেকেই হোমিসাইড ইউনিটে ট্রান্সফার করা হয়েছে তাকে। ছ'মাস হলো এখানে কাজ করছে। ইউনিটের একমাত্র নারী সদস্য সে। এরই মধ্যে জড়িয়েছে বেশকিছু ঝামেলায়। একজন ডিটেকটিভের বিরুদ্ধে রীতিমতো যৌন হেনস্তার অভিযোগ তুলেছে সে। আবার অনবরত উদ্ধত আচরণ করার পালটা অভিযোগও এসেছে তার বিরুদ্ধে। মুর ঠিক বুঝতে পারে না মানুষ হিসাবে রিজোলিকে সে পছন্দ করে কি না, বা রিজোলি তাকে। তবে এখন পর্যন্ত তারা তাদের সম্পর্কটা শুধুমাত্র কর্মক্ষেত্রের মাঝে সীমাবদ্ধ রেখেছে। মুরের ধারণা রিজোলিও তাদের মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়টি পছন্দ করে।

রিজোলির পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে তারই পার্টনার ব্যারি ফ্রস্ট। সদা হাস্যোজ্জ্বল পুলিশ কর্মকর্তা হিসাবে পরিচিত ফ্রস্টের দাড়িবিহীন সাদাসিধে মুখাবয়বের দিকে তাকালে বুঝার উপায় নেই যে লোকটার বয়স ত্রিশ। বরং বয়সের তুলনায় তাকে আরও তরুণ মনে হয়। কোনো অভিযোগ ছাড়াই দুই মাস হলো রিজোলির সাথে কাজ করছে ফ্রস্ট। ইউনিটের একমাত্র পুরুষ সদস্য সে, যার শান্ত আর সহনশীল প্রকৃতি রিজোলির জটিল ও উগ্র মেজাজ সহ্য করতে সক্ষম।

মুর টেবিলের দিকে পা বাড়াতেই তাকে উদ্দেশ্য করে রিজোলি বলে উঠল, "আমরা এতক্ষণ ধরে তোমার কথাই ভাবছিলাম—কখন তোমার দেখা মিলবে।"

"সেই কথা আর বোলো না। তুমি যখন আমাকে মেসেজ করেছ, সেই সময়

আমি মেইনের টোল গেটে অবস্থান করছিলাম।”

“আমরা এখানে পাঁচটা থেকে অপেক্ষা করছি।”

“আমি তো মাত্রই লাশের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা শুরু করতে যাচ্ছিলাম,” ডা. টিয়ারনি বলল। “সে হিসাবে বলা যায়, ডিটেকটিভ মুর একদম ঠিক সময়েই এসে পৌঁছেছেন।” স্পষ্টতই একজন পুরুষ আরেকজন পুরুষের সাফাই গাইতে এগিয়ে এসেছে। ঠাস করে আলমারির দরজাটা বন্ধ করে দিল টিয়ারনি। ধাতব শব্দটি ঘরে প্রতিধ্বনি তুলে ছড়িয়ে পড়ল। তাকে সচরাচর নিজের বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখা যায় না। তবে আজকের ঘটনাটা একেবারেই ব্যতিক্রম। জর্জিয়ার ভূমিপুত্র তথা স্থানীয় অধিবাসী ডা. টিয়ারনি তার সহকর্মীদের কাছে একজন ভদ্র ও পরিশীলিত মানুষ হিসাবেই স্বীকৃত। তবে লোকটা এখনও নিজের ভেতর পুরোনো কালের ভাবধারা লালন করে চলেছে। সে মনে করে—আদবকায়দার প্রশ্নে একজন নারীর অবশ্যই উচিত তার নারীসুলভ দিকগুলোর ওপর জোর দেওয়া। সহজ ভাষায় বললে, টিয়ারনির মতে প্রতিটা মেয়ের উচিত নিজেদের নারীসুলভ ভদ্রতা বজায় রেখে চলা। আর ঠিক এই কারণেই, তীক্ষ্ণস্বভাবী জেন রিজোলির সাথে কাজ করার ব্যাপারটা খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না।

নির্জন ঘরটার ভেতরে একটা চাপা ঘড়ঘড় শব্দ তুলে মর্গ সহকারীটা ধীরে ধীরে যন্ত্রপাতির ট্রে ঠেলে টেবিলের পাশে আনল। মুরের সাথে চোখাচোখি হলো লোকটার। তার চোখের ভাষা পড়তে পারছিল—“দেখছেন কুত্তিটার অবস্থা?”

“শুনেছি তুমি ছুটিতে ছিলে,” মুরকে উদ্দেশ্য করে টিয়ারনি বলল। “হয়তো ভেবেছিলে বেড়াতে গিয়ে অবসর সময়টা মাছ ধরে কাটাবে। তোমার সেই পরিকল্পনা মাঠে মারা গেল বলতে হয়। সেজন্য দুঃখিত। এই দফায় তোমার ছুটিটা একেবারে বাতিল হতে চলেছে।”

“আপনি কি নিশ্চিত এটা একই খুনির কাজ?” গলা নামিয়ে প্রশ্ন করল মুর।

টিয়ারনি কোনো জবাব দিল না। কেবল নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে মৃতদেহের ওপর থেকে ধবধবে সাদা কাপড়টা টেনে সরিয়ে দিল। সবার সামনে উদ্ভাসিত হলো নীলচে বিবর্ণ এক মুখ।

“মেয়েটার নাম এলেনা ওরটিজ,” শান্তস্বরে সে বলল।

মুর আগে থেকেই নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছিল। তা সত্ত্বেও প্রথম দর্শনেই তার ভেতরকার সব প্রতিরোধ এক নিমিষে ভেঙে পড়ল। শরীরে বইতে থাকা রক্ত যেন থমকে গেল এক মুহূর্তের জন্য। শীতল স্রোত নেমে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে। মেয়েটির কালো চুল রক্তে জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে গেছে। সজারুর কাঁটার মতো ছড়িয়ে আছে সমস্ত মুখমণ্ডলের চারপাশে। নীল শিরায় ভরা বিবর্ণ মুখ ছিল সাদা পাথরের মতো কঠিন। ঠোঁটজোড়া সামান্য ফাঁক হয়ে আছে, যেন কোনো কথা বলতে গিয়ে থেমে গেছে মাঝপথে। দেহ থেকে ইতোমধ্যে রক্তের দাগ ধুয়ে

ফেলা হয়েছে। চামড়ার ধূসর ক্যানভাসের ওপর কালচে-বেগুনি ফাটলের মতো ক্ষতগুলো ফুটে রয়েছে, যেন নীরব ব্যথার আঁচড় এঁকে রেখেছে। দুটো ক্ষত—প্রথমটি গলার বাঁ দিক থেকে শুরু করে বাঁ ক্যারোটিড ধমনী ছিঁড়ে, কণ্ঠনালীর হাড় খুলে দিয়েছে। এটাই নিশ্চিত করেছিল মেয়েটির মৃত্যু। দ্বিতীয় ক্ষতটি ছিল পেটের নিম্নভাগে। আঘাতটি মৃত্যুর উদ্দেশ্যে নয়, বরং মেয়েটার ওপর ঘাতকের চালান নৃশংসতার আরেক নিষ্ঠুরতার সাক্ষী।

মুরের কণ্ঠনালি ঈষৎ কেঁপে উঠল। "এখন বুঝতে পারছি কেন আমাকে ছুটি থেকে ডেকে আনা হয়েছে।"

"এই কেসের দায়িত্ব আমার," রিজোলি বলল।

তার কথায় সতর্কতার সূক্ষ্ম এক সুর ধরা পড়ল মুরের কানে, যেন নিজের অবস্থান সুরক্ষিত করছে। রিজোলির এমন প্রতিক্রিয়ার উৎস কী সে তা জানে। নারী পুলিশ সদস্যদের সামাজিক অবস্থান। পুলিশে কাজ করতে এসে নারীদের প্রতিনিয়ত নানান ব্যঙ্গবিদ্রূপ সহ্য করার পাশাপাশি তাদের দক্ষতাকে দেখা হয় সন্দেহের চোখে। এসবের কারণেই হয়তো তারা এত দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে বলে তার ধারণা। সত্যি বলতে রিজোলিকে চ্যালেঞ্জ করার কোনো ইচ্ছাই তার নেই। এই কেসে তাদেরকে একসঙ্গে কাজ করতেই হবে, আর এখনই প্রভাব বিস্তারের লড়াই শুরু করলে ভুল হবে।

সতর্ক ভঙ্গিতে নম্র গলায় সে বলল, "ঘটনার বিস্তারিতটা বলবে?"

আলতো করে মাথা নেড়ে সায় দিল রিজোলি। "মেয়েটার লাশ আজ সকাল ন'টার দিকে পাওয়া যায়, ওর অ্যাপার্টমেন্টে—সাউথ এন্ডের উরচেস্টার স্ট্রিটে। প্রতিদিন সকাল ছ'টার মধ্যে কাজের জায়গায়—সেলিব্রেশন ফ্লোরিস্টে পৌঁছে যেত, বাড়ি থেকে কয়েক ব্লক দূরে। এটা তাদের পারিবারিক ব্যাবসা। দোকানটা ওর বাবা-মায়ের। আজ সকালে মিস ওরটিজ সময়মতো দোকানে না পৌঁছানোয় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে তার বাবা-মা। তাই খোঁজ নিতে ওর ভাই ওর অ্যাপার্টমেন্টে চলে যায়। সেখানে গিয়ে শোবার ঘরে লাশটা খুঁজে পায় সে। ডাক্তার টিয়ারনির মতে, মৃত্যুর সময়কাল মধ্যরাত থেকে আজ ভোর চারটার মধ্যে। পরিবারের ভাষ্যমতে, বর্তমানে ওর কোনো প্রেমিক ছিল না, আর অ্যাপার্টমেন্টের কেউ কোনো পুরুষকেও এরমধ্যে আসতে দেখেনি। অতি সাধারণ একজন পরিশ্রমী ক্যাথলিক মেয়ে।"

মুর দৃষ্টিপাত করল মৃতার কব্জির দিকে। বলল, "বেঁধে রাখা হয়েছিল।"

"হ্যাঁ," রিজোলি জবাব দিল। "হাত-পা ডাক্ট টেপ দিয়ে বাঁধা ছিল। লাশটা উলঙ্গ অবস্থায় পাওয়া গেছে। কেবল কিছু গহনা ছিল শরীরে।"

"কী ধরনের গহনা?"

"একটা হার। একটা আংটি। কানের দুল। গহনার পেটিটা অক্ষত অবস্থায় শোবার ঘরে পাওয়া গেছে। বোঝাই যাচ্ছে ডাকাতি করা মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না।"

মুর লক্ষ করল মৃত মেয়েটির কোমরের ওপর আড়াআড়ি কালচে আঘাতের চিহ্ন। বলল, "গোটা শরীরটাও বেঁধে রাখা হয়েছিল মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ," রিজোলি বলল, "কোমর আর ঊরুতে টেপ পেঁচানো ছিল। মুখেও ছিল টেপ।"

গভীর নিঃশ্বাস ফেলল মুর। "হে ঈশ্বর।" এলেনা ওরটিজের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে। সহসা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল আরেক নারীর দেহ। এক স্বর্ণকেশী তরুণী, যার গলা আর পেটে লালচে-মাংসপিন্ডের মতো ক্ষতচিহ্ন ছিল।

মুর মৃদুস্বরে ফিসফিস করে বলল, "ডায়ানা স্টার্লিং।"

"আমি ইতোমধ্যেই স্টার্লিংয়ের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট বের করেছি," জানাল টিয়ারনি। "যদি তোমার দেখে নেওয়ার দরকার হয়।"

কিন্তু মুরের সেই রিপোর্ট দেখার দরকার ছিল না। স্টার্লিংয়ের সেই মামলা কোনোদিনই তার মন থেকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। এই মামলায় মুর ছিল প্রধান তদন্ত কর্মকর্তা।

ঘটনাটা এক বছর আগের। ত্রিশ বছর বয়েসি ডায়ানা স্টার্লিং ছিল কেন্ডাল অ্যান্ড লর্ড ট্র্যাভেল এজেন্সির একজন কর্মচারী। সেদিন বিছানার ওপর ডাক্ট টেপ দিয়ে বাঁধা লাশ পাওয়া গিয়েছিল তার। পরনে সুতোর একটা আঁশও ছিল না। গলা আর পেটের নিম্নাংশ চিরে দেওয়া হয়েছিল। মামলাটা অমীমাংসিত রয়ে গেছে এখন পর্যন্ত।

ডা. টিয়ারনি এক্সাম-লাইটের আলো ফেলল এলেনা ওরটিজের পেটের ওপর। শরীরের রক্ত আগেই ধুয়ে ফেলা হয়েছে; তবে কাটা দাগের ধারে হালকা গোলাপি আভা রয়েছে গেছে।

"ট্রেস এভিডেন্স মিলেছে?" জিজ্ঞাসা করল মুর।

"ধোয়ার আগে কিছু তন্তু সংগ্রহ করেছি। আর একটা চুল পেয়েছি—ক্ষতের কিনারে লেগে ছিল।"

আগ্রহ নিয়ে তাকাল মুর। "কার, মেয়েটার নাকি?"

"না। অনেক ছোটো। হালকা বাদামি রঙের।"

এলেনা ওরটিজের চুল ছিল ঘন কালো।

রিজোলি বলল, "যারা যারা মৃতদেহের সংস্পর্শে এসেছিল, তাদের সবার চুলের নমুনা চাওয়া হয়েছে ইতোমধ্যে।"

টিয়ারনি আবার তাদের সবার দৃষ্টি ক্ষতের দিকে ফেরানোর চেষ্টা করলেন। "এখানে আমরা একটা অনুভূমিক কাট দেখতে পাচ্ছি। সার্জনেরা একে মাইলার্ড ইনসিশন বলে থাকে। পেটের চামড়া ধাপে ধাপে কাটা হয়েছে—প্রথমে চামড়া, তারপর ওপরের স্তরের টিস্যু, তারপর পেশি, শেষে পেলভিক পেরিটোনিয়াম।"

"স্টার্লিংয়ের মতো," নিচু স্বরে বলল মুর।

“হ্যাঁ। স্টার্লিংয়ের মতো। তবে এক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে।”

“কী রকম?”

“ডায়ানা স্টার্লিংয়ের দেহে পাওয়া কাটা দাগ খানিকটা অমসৃণ ছিল। অর্থাৎ কাজটা যে করেছিল, সেই সময় তার আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি ছিল। কিন্তু এখানে দেখুন—চামড়ায় কাটা দাগ কতটা নিখুঁত! একটাও টালমাটাল দাগ নেই। সে এবার পুরো আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কাজটা করেছে।” টিয়ারনি গভীরভাবে মুরের চোখের দিকে তাকাল। “আমাদের খুনি শিখছে। একটু একটু করে বিষয়গুলো রপ্ত করছে। বেশ উন্নতিও করেছে সে।”

“যদি একই অজ্ঞাত ব্যক্তি হয়ে থাকে,” রিজোলি বলল।

“আরও মিল রয়েছে। এই দিকের ক্ষতের ধার দেখুন—একেবারে চৌকো ঘষটানির মতো। মানে, ব্লেডের গতি ডান দিক থেকে বাঁ দিকে গেছে। স্টার্লিংয়ের ক্ষেত্রেও ঠিক এমনই ছিল। এখানেও যে অস্ত্র ব্যবহার হয়েছে, সেটা একমুখো ধারাল, করাতের মতো দাঁত নেই। স্টার্লিংয়ের ক্ষেত্রেও বিষয়টা একই রকমের ছিল,” ব্যাখ্যা করলেন টিয়ারনি।

“স্ক্যালপেল?”

“হ্যাঁ, স্ক্যালপেলের মতো কিছু একটা হতে পারে। কাটার রেখা একেবারে পরিষ্কার। ব্লেডে কোনো পাক খাওয়া বা এবড়োথেবড়ো অংশ ছিল না। এর মানে, ভিকটিম হয় অচেতন ছিল, অথবা শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছিল যেন নড়াচড়া করতে না পারে। তাই সোজাসুজি পথে ব্লেড চালানোর ক্ষেত্রে খুনিকে কোনো বাধার মুখোমুখি হতে হয়নি।”

ব্যারি ফ্রস্টের মুখ যেন সবুজ হয়ে এল, বমি চেপে রাখতে কষ্ট হচ্ছিল তার। “আহ্, জিসাস! অন্তত এটা বলুন, খুনিটা এই কাটা-ছেঁড়া করার সময় মেয়েটা মরে গিয়েছিল?”

“ধরন দেখে মনে হচ্ছে না মেয়েটা মরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত খুনি অপেক্ষা করেছে,” দুঃখ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে ডা. টিয়ারনি বলল। সার্জিক্যাল মাস্কের ওপর দিয়ে উঁকি দিচ্ছিল তার দুটি ক্ষুব্ধ সবুজ চোখ।

“তার মানে এই রক্তক্ষরণের ঘটনা ঘটেছে মেয়েটার মৃত্যুর আগে?” প্রশ্ন করল মুর।

“হ্যাঁ, পেলভিক ক্যাভিটিতে রক্ত জমে ছিল। মানে, তখনও হৃদস্পন্দন চলছিল। মেয়েটি তখনও বেঁচেছিল, যখন... তার ওপর এই নিষ্ঠুর অপারেশন চালানো হয়েছে।”

মৃত মেয়েটার কব্জির দিকে তাকাল মুর। সেখানেও নীলচে কালশিটে দাগ লক্ষ করল। গোড়ালির চারপাশেও একই দাগ। কোমরের ওপরও ছড়িয়ে ছিল ছোটো ছোটো রক্তক্ষরণের চিহ্ন—পিটিকি বলা হয় এসবকে—স্পষ্ট ইঙ্গিত, এলেনা ওরটিজ মুক্তির জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল ঐ সময়টাতে।

“এছাড়া আরও কিছু প্রমাণ আছে যা সাক্ষ্য দেয় কাটাকুটি চলাকালে মেয়েটা জীবিত ছিল,” টিয়ারনি বলল। “টমাস, তুমি একবার ক্ষতের ভেতর হাত রাখো। আমি নিশ্চিত, তুমি জানো সেখানে কী পাবে।”

অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও গ্লাভস পরা হাতটা আস্তে আস্তে ক্ষতের ভেতর ঢুকাল মুর। ঠান্ডা মাংসের স্পর্শে শরীরটা যেন কেঁপে উঠল—ফ্রিজে রাখা মৃতদেহের বরফশীতল ছোঁয়া। কোনো মৃত টার্কির দেহের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে নাড়িভুঁড়ি খুঁজে বের করার কথা মনে পড়ল মুরের। কবজি পর্যন্ত হাত ঢুকিয়ে সে আঙুল দিয়ে ক্ষতের কিনারাগুলো অনুভব করল। একটা অবর্ণনীয় লজ্জা ছেয়ে গেল তার মনে। এ যেন কোনো নারীর দেহের সবচেয়ে ব্যক্তিগত জায়গায় নিঃশব্দ অনুপ্রবেশ। মুর ইচ্ছা করেই এলেনা ওরটিজের মুখের দিকে তাকাল না। এটাই ছিল তার একমাত্র উপায়—মৃত্যুকে, নিথর দেহটাকে নির্লিপ্তভাবে বিশ্লেষণ করা। শুধু ঠান্ডা কৌশলের দৃষ্টিতে দেহের ওপর ঘটে যাওয়া নির্মমতা বোঝা।

“গর্ভাশয় নেই,” কথাটা বলে টিয়ারনির দিকে তাকাল মুর।

টিয়ারনি মাথা নেড়ে সায় দিল। “কেটে ফেলা হয়েছে।”

মুর ধীরে ধীরে হাত বের করল মৃতদেহের ভেতর থেকে। তার চোখ পড়ল ক্ষতের দিকে—খোলা মুখের ফাটলের মতো ফাঁকা পড়ে আছে। এবার রিজোলি এগিয়ে এলো। গ্লাভস পরা হাতে, ছোটো ছোটো আঙুলগুলোর সাহায্যে ক্ষতের ভেতর অনুসন্ধান শুরু করল।

“আর কিছু বের করে নেয়নি?” প্রশ্ন করল রিজোলি।

“না, শুধু গর্ভাশয়,” বলল টিয়ারনি। “মূত্রথলি আর অন্ত্র অক্ষত আছে।”

“বাঁ দিকে একটা শক্ত কিছু পাচ্ছি,” বলল রিজোলি, “ছোটো একটা গাঁটের মতো—এটা কী?”

“সিউচার,” জবাব দিল টিয়ারনি। “এক ধরনের সেলাই। রক্তনালিগুলো আটকান জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।”

রিজোলি বিস্ময়ে মুখ তুলে তাকাল। “সার্জিক্যাল গাঁট?”

“টু-ও প্লেইন ক্যাটগাট,” অনুমানের ওপর ভর করে কথাটা বলে নিশ্চিত হওয়ার আশায় টিয়ার্নির দিকে তাকাল মুর।

মাথা নেড়ে সায় দিল টিয়ারনি। “ডায়ানা স্টার্লিংয়ের দেহেও একই সিউচার পাওয়া গিয়েছিল।”

“টু-ও ক্যাটগাট?” নিচুস্বরে জিজ্ঞাসা করল ফ্রস্ট। টেবিলের কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে সরে গিয়ে ঘরের কোণে ঠাঁই নিয়েছে, যেন যে-কোনো মুহূর্তে ছুটে গিয়ে সিঙ্কে বমি করবে। “এটা কি ব্র্যান্ড নেমের মতো কিছু?”

“না,” শান্ত গলায় উত্তর দিল টিয়ারনি। “ক্যাটগাট হলো এক ধরনের সার্জিক্যাল সুতা, যা গরু বা ভেড়ার অন্ত্র থেকে তৈরি করা হয়।”

“তাহলে নাম ক্যাটগাট কেন?” রিজোলি প্রশ্ন করল।

"মধ্যযুগের দিকে ফিরে যেতে হবে। তখন বাদ্যযন্ত্রের তার বানাতে প্রাণির অন্ত্র ব্যবহার হতো। সেই বাদ্যযন্ত্রকে বলা হতো 'কিট', আর তারগুলো 'কিটগাট' নামে পরিচিত ছিল। ধীরে ধীরে উচ্চারণের পরিবর্তনে তা ক্যাটগাট হয়ে যায়। সার্জারিতে এই সুতার ব্যবহার মূলত শরীরের গভীর স্তরের টিস্যু সেলাই করার জন্য। সময়ের সাথে সাথে দেহ নিজেই এই সুতাকে শোষণ করে নেয়।"

"ক্যাটগাট সেলাই সম্পর্কে খুনি কীভাবে জানল?" মুরের দিকে তাকাল রিজোলি। "স্টার্লিংয়ের কেসে কি এর উৎস খুঁজেছিলে?"

"না, এটা খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব," মুর বলল। "ক্যাটগাট এখনও অনেক কোম্পানি তৈরি করে, যাদের বেশির ভাগই এশিয়াতে অবস্থিত। বিদেশি হাসপাতালগুলোতে এই সুতার ব্যবহার এখনও চলে।"

"কেবল বিদেশি হাসপাতালগুলোতেই ব্যবহৃত হয়?"

টিয়ার্নি যোগ করলেন, "বর্তমানে আমাদের হাতে ক্যাটগাটের চেয়ে ভালো বিকল্প হিসাবে সিনথেটিক সুতা রয়েছে। তাছাড়া ক্যাটগাট অতটা টেকসই হয় না। আমাদের দেশে এখন খুব কম সংখ্যক সার্জন আছেন যারা এটা ব্যবহার করে।"

"তাহলে আমাদের এই অজ্ঞাত মানুষটা এটা কেন ব্যবহার করল?"

"রক্তক্ষরণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে। যাতে করে কাজের সময় দৃষ্টিপথ পরিষ্কার থাকে। দেখাই যাচ্ছে, সে খুব গোছানো, নিখুঁত স্বভাবের মানুষ।"

রিজোলি আস্তে করে হাতটা বের করল। তার গ্লাভসের তালুর ভেতরে ছোট্ট একফোঁটা রক্ত জমাট, যেন উজ্জ্বল লাল একটি দানা। সে প্রশ্ন করল, "ও কতটা দক্ষ? আমাদের সামনে একজন ডাক্তার? নাকি কসাই?"

"একটা বিষয় পরিষ্কার যে, তার শরীরবৃত্তীয় জ্ঞানের ঘাটতি নেই," টিয়ারনি বলল, "আমি নিশ্চিত, এর আগেও সে এমন কাজ করেছে।"

মুর টেবিল থেকে এক কদম পেছিয়ে এল। ঐ সময়টাতে এলেনা ওরটিজের ওপর যা ঘটেছে, সেই দুর্বিষহ যন্ত্রণার ছবি মাথা থেকে মুছে ফেলতে পারছিল না সে। চোখের সামনে পড়ে থাকা নিথর দেহ, খোলা চোখে চেয়ে থাকা সেই অবিনাশী শূন্যতা—তার সমস্ত চেতনায় ঘনিয়ে এল।

সহসা একটা শব্দ কানে এল মুরের। চমকে উঠল সে। ধাতব ট্রের ওপর সরঞ্জাম রাখার ফলে সৃষ্ট শব্দ ওটা। মর্গের সহকারী ট্রেটা ডা. টিয়ারনির দিকে ঠেলে এগিয়ে দিল ওয়াই-ইনসিশনের জন্য। কিন্তু এবার সহকারী নিজেও থেমে গেল। দেহের ক্ষতের দিকে ঝুঁকে গভীর কৌতূহলে তাকিয়ে রইল সে।

"তাহলে ঘটেছে?" সে জিজ্ঞাসা করল। "গর্ভাশয় বের করে নেওয়ার পর সেটা দিয়ে লোকটা কী করেছে?"

"আমরা জানি না," তিনি ধীরে ধীরে বললেন। "আজ পর্যন্ত কখনই সেই অঙ্গগুলোর খোঁজ মেলেনি।"

অধ্যায় ২

সাউথ এন্ডের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রয়েছে মুর, যেখানে এলেনা ওরটিজের জীবন প্রদীপ নিভে গিয়েছিল। একসময় শহরের এই দিকটায় ছিল ক্লান্ত বোর্ডিং হাউজের জীর্ণ সারি। মলিনতার চাদরে ঢাকা একটা উপেক্ষিত অংশ। উত্তরের ঝকঝকে বোস্টন শহর থেকে এই অংশটা ছিল আলাদা। রেললাইন দিয়ে বিভক্ত এক অবহেলিত কোণ। কিন্তু শহর তো জীবন্ত। চিরকাল ক্ষুধার্ত এক জন্তু সে। নতুন জমির সন্ধানে এগিয়ে আসে, তারপর নিঃশব্দে গ্রাস করে পুরোনো অঞ্চলগুলো। বোস্টনের ন্যায় ক্রমবর্ধমান একটা শহর হলে তো কথাই নেই। ডেভেলপারদের ক্ষুধার্ত দৃষ্টির সামনে বাধার দেওয়াল হয়ে দাঁড়ায় এমন সাধ্যই বা কার। সেখানে রেললাইন তো কিছুই না। শহরের সীমানা বাড়তে থাকলে পুরোনো হিসাবগুলো বদলে যায়। এভাবেই একদল নতুন প্রজন্মের বোস্টনিয়ানের হাত ধরে আবিষ্কৃত হয়ছিল আজকে সাউথ এন্ড। পুরোনো বোর্ডিং হাউজগুলো ধীরে ধীরে রূপ নিতে শুরু করেছিল নতুন অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে।

এমনই এক ভবনের দ্বিতীয় তলায় বসবাস করত ভিক্টিম এলেনা ওরটিজ। তার অ্যাপার্টমেন্টের জানালা থেকে যে দৃশ্য দেখা যেত, তাতে বিশেষ কিছু ছিল না—সামনের রাস্তা পেরিয়ে একটা বিবর্ণ লন্ড্রির দোকান। তবুও তার বাড়িটিতে ছিল বিশেষ একটি সুবিধা—বাড়ির সাথে লাগোয়া গলিতে ভাড়াটেদের জন্য নিজস্ব পার্কিং, বোস্টনের মতো শহরে যা ছিল একেবারেই দুর্লভ।

মুর এখন সেই সরু গলি ধরে হাঁটছে। মাথা তুলে উঁচু জানালাগুলোর দিকে তাকাচ্ছিল, আর ভাবছিল—কোন চোখগুলো এখন তাকে আড়াল থেকে খেয়াল করছে। কাচের জানালাগুলো যেন ফাঁকা চোখে তাকিয়ে ছিল। কিছুই নড়ছিল না ওগুলোর পেছনে। গলিমুখী ঘরগুলোর বাসিন্দাদের প্রত্যেককে পুলিশ এরই মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। অবশ্য তাদের কারো মুখ থেকে এমন কোনো তথ্য তারা বের করতে পারেনি যেটা তদন্তের ক্ষেত্রে কোনো কাজে আসতে পারে।

এলেনা ওরটিজের বাথরুমের জানালার ঠিক নিচে গিয়ে থমকে দাঁড়াল মুর। ওপরে তাকিয়ে দেখল, জানালার সাথে লাগোয়া ফায়ার এস্কেপের মইটা টেনে তুলে আটকে রাখা হয়েছে। যে রাতে এলেনা ওরটিজের মৃত্যু হয়েছিল, ঐ ফায়ার এস্কেপের ঠিক নিচে সেদিন এক ভাড়াটের গাড়ি দাঁড় করানো ছিল। পরে অবশ্য সেই গাড়ির ছাদে পাওয়া গিয়েছিল সাড়ে আট নম্বর সাইজের জুতোর ছাপ। অজ্ঞাত সেই আগন্তুক গাড়িটাকে পাথরের ধাপের মতো ব্যবহার করে উঠে গিয়েছিল ফায়ার এস্কেপে।

মুর খেয়াল করে বাথরুমের জানালাটা এখন বন্ধ রয়েছে। কিন্তু সেই রাতে

খোলা ছিল, যখন এলেনার সাথে তার খুনির সাক্ষাৎ হয়েছিল।

গলি ছেড়ে বেরিয়ে এল মুর, ঘুরে সামনে গিয়ে বিল্ডিংয়ের প্রবেশপথের দিকে এগোল। নিজেই দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

এলেনা ওরটিজের অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় ঝুলছিল পুলিশের হলুদ টেপ, যেন বাতাসে ছেঁড়া ফিতের মতো ঝিমিয়ে পড়েছে। দরজা খুলতেই হাতে লাগল ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাউডারের গুঁড়ো। পা বাড়াতেই ফিতেটা ঢিলে হয়ে তার কাঁধ ছুঁয়ে পিছিয়ে গেল। সে পা রাখল ফাঁকা ঘরের ভেতর।

আগেরদিন রিজোলির সাথে এসে বসার ঘরটা যেমন দেখে গিয়েছিল, ঠিক তেমনই আছে। ঐদিনের অভিজ্ঞতা বিশেষ সুখকর ছিল না—নিচে চাপা থাকা প্রতিদ্বন্দ্বিতার উত্তাপ টের পাওয়া গিয়েছিল চারপাশে। শুরুতে ওরটিজ কেসটার তদন্ত কার্যক্রম চলছিল রিজোলির নেতৃত্বে। কিন্তু নিজের অবস্থান নিয়ে মেয়েটা ভীষণ অনিশ্চয়তায় ভুগছিল। সে হয়তো ভয় পাচ্ছিল কেসটা কখন যেন তার হাত ফসকে বেরিয়ে যায়। বিশেষ করে প্রবীণ পুরুষ সহকর্মীর উপস্থিতিটাকে সে যেন হুমকি হিসেবে অনুভব করত।

যদিও এখন তারা একই দলে, আর সেই দলে যুক্ত হয়েছে আরও পাঁচজন গোয়েন্দা, তবুও মুরের বার বার মনে হচ্ছিল সে যেন অপরের জমিতে অনধিকার প্রবেশ করেছে। যে-কোনো পরামর্শ প্রদানের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বনের সাথে সাথে কথা বলতেও হচ্ছে অনেক অংক কষে। মুর কখনই কারো সাথে কোনো ধরনের আত্মাভিমানের লড়াইয়ে জড়াতে চায়নি—তবুও ঘটনাক্রমে রীতিমতো একটা চাপা যুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেটা। গতকাল মুর যতই চেষ্টা করেছে ক্রাইম সিনে মনোনিবেশ করতে, রিজোলির অসন্তোষ প্রতি ক্ষণেই তার সেই উদ্যমকে বিদ্ধ করেছে।

নির্জন এক মুহূর্তে, একাকী দাঁড়িয়ে, মুরের পক্ষে প্রথমবারের মতো নিজের সমস্ত মনোযোগ সেই ঘরের ওপর নিবদ্ধ করা সম্ভবপর হলো, যেখানে এলেনা ওরটিজ মারা গিয়েছিল। ড্রয়িংরুমের ওপর চোখ বুলাল সে। চর্মচক্ষুতে একটা বেতের কফি টেবিলের চারপাশে কিছু বেমানান চেয়ার দেখতে পেল। এক কোনে একা দাঁড়িয়ে থাকা ডেস্কটপ কম্পিউটার। পাতা ও গোলাপি ফুলের নকশা আঁকা হালকা খয়েরি রঙের একটি গালিচা। রিজোলির ভাষ্যমতে খুনের পর এই ঘর থেকে কিছুই সরানো বা বদলানো হয়নি। শেষ বিকালের আলো এসে পড়েছে জানালার কাচে। একটু একটু করে নিঃশেষিত হতে থাকা সেই আলোর পথকে অনুসরণ করে এগিয়ে আসছে রাতের অন্ধকার। তবু সে কোনো বাতি জ্বালাল না। কেবল লম্বা সময় ধরে একই জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। মাথা পর্যন্ত নড়াল না। অপেক্ষা করতে থাকল ঘরের ভেতর পুরোপুরি নিস্তব্ধতা নেমে আসার। প্রথমবারের মতো একাই ঘটনাস্থলটি পরিদর্শনে আসার সুযোগ মিলেছে

মুরের, যেখানে কোনো কণ্ঠস্বর, কোনো চেহারা বা কোনো মানুষ নেই তাকে বিভ্রান্ত করার জন্য। কেউ তার মনোযোগ নষ্ট করছে না। নির্বেঘ্নে কাজ করতে পারবে। সে অনুভব করল, ঘরের ভেতরে প্রবেশের সাথে সাথে সাথে বাতাসের অণুগুলো যেভাবে ঈষৎ কেঁপে উঠেছিল, এখন তা একটু একটু করে স্তিমিত হয়ে পড়ছে। সে চাচ্ছিল—ঘরটা যেন তার সাথে কথা বলে।

কিন্তু কিছুই অনুভূত হলো না। কোনো সাড়া মিলল না। না কোনো অশুভ উপসর্গ, না কোনো দুঃস্বপ্নের কাঁপন। এক কথায় কিছুই না।

অজ্ঞাত খুনিটি আর যাই হোক দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করেনি। এমনকি নতুন অধিকৃত মৃত্যুর রাজ্যে ঘুরে বেড়ায়নি। অন্তত তেমন কোনো চিহ্ন মুরের চোখে পড়েনি। পুরোটা সময় সে শয়নকক্ষেই ছিল। নিজের কাজ করে গেছে এক মনে।

ধীর পায়ে ছোট্ট রান্নাঘরের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল সে। পা রাখল করিডোরে। ঘাড়ের পেছনে অনুভব করল এক অদ্ভুত শিরশিরানি। লোমগুলো একটু একটু করে খাড়া হয়ে উঠল। প্রথম দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল সে। সামনের বাথরুমের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হাত বাড়িয়ে আলো জ্বালাল।

বৃহস্পতিবার, মানে ঘটনার রাতে বেশ গরম পড়েছিল। আবহাওয়া এতটাই উষ্ণ ছিল যে সামান্য বাতাসের আশায় গোটা বোস্টনজুড়ে শহরবাসীরা তাদের ঘরের জানালাগুলো খোলা রাখতে বাধ্য হয়েছে। ফায়ার স্কেপে অবস্থান করছিলে তুমি। অন্যদের দৃষ্টি এড়াতে ঘাপটি মেরে বসেছিলে সেখানে। গাঢ় রঙের জামার অভ্যন্তরে তোমার শরীর ঘেমে নেয়ে একাকার। একদৃষ্টে তুমি তাকিয়ে ছিলে বাথরুমের দিকে। চারপাশ নীরব। প্রতিদিনকার মতো মেয়েটি তার শোবার ঘরে ঘুমাচ্ছে। কেননা ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে ফুলের দোকানে কাজ শুরু করতে হবে তাকে। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সে। জেগে ওঠার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না।

তাই তুমি যখন পুটি ছুরির[১] সাহায্যে পর্দা সরালে, মেয়েটা তখন কোনো শব্দ শুনতে পায়নি।

দেওয়ালে ফিট করা ওয়ালপেপারের দিকে তাকাল মুর। ছোটো ছোটো লাল গোলাপের পাপড়ি দিয়ে সাজানো সেটা। নকশার ধরনে একটু বেশিই মেয়েলী ছাপ বিদ্যমান। এমন জিনিস কোনো পুরুষ মানুষের পছন্দ হবে না। স্ট্রবেরির সুগন্ধ যুক্ত শ্যাম্পু থেকে শুরু করে, সিঙ্কের নিচে রাখা ট্যাম্প্যাক্সের বাক্স, কিংবা প্রসাধনী দিয়ে সাজানো ওষুধের ক্যাবিনেট—সবদিক থেকে এটা একটা মেয়ের বাথরুম, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

---

[১] চওড়া ও সমতল ধাতব ব্লেডওয়ালা ছুরি। প্রধানত ফাঁকফোকর বন্ধে পুডিং লাগাতে এবং পৃষ্ঠ থেকে কিছু খোঁচাতে বা ঘষে তোলার কাজে ব্যবহৃত হয়।

তুমি জানালা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করো, আর তোমার নেভি-ব্লু শার্টের তন্তু জানালার ফ্রেমে আটকে যায়। পলিয়েস্টার। তোমার স্নিকার্স, যেটার সাইজ সাড়ে আট, সাদা লিনোলিয়াম মেঝেতে যার দাগ রেখে গেছ তুমি। সেখানে কিছু বালির দানা, জিপসাম স্ফটিকের সাথে মিশে রয়েছে। তেমন বিশেষ কিছু নয় এটা। বোস্টনের রাস্তায় হাঁটতে গেলে এ জিনিস পায়ে লাগাটা খুব স্বাভাবিক।

হয়তো এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়েছ তুমি। অপেক্ষা করেছ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। চেষ্টা করেছ কান পেতে কিছু একটা শোনার। তারপর গভীরভাবে শ্বাস নিয়েছ। মেয়েটার ঘরের এক অচেনা মিষ্টি সুবাস তোমার ইন্দ্রিয়জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। অথবা তুমি হয়তো কোনো সময় নষ্ট করনি। সোজা এগিয়ে গিয়েছিলে চূড়ান্ত লক্ষ্য হাসিলের উদ্দেশ্যে।

শোবারঘরের দিকে।

সেখানে অনুপ্রবেশকারীর পদাঙ্ক অনুসরণ করল মুর। ঘরের বাতাস আরও বেশি কটু আর ভারী বলে মনে হচ্ছিল তার কাছে। গন্ধটা কেবলমাত্র কল্পনাপ্রসূত অশুভ অনুভূতি ছিল না, তারচেয়েও বেশি কিছু ছিল, যা ছড়িয়ে পড়ছিল রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

শোবার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল মুর। এতক্ষণে ঘাড়ের লোম দাঁড়িয়ে গেছে তার। সে জানত, ভেতরে তার জন্য কী অপেক্ষা করছে। মনে মনে প্রস্তুতও ছিল। তা সত্ত্বেও আলো জ্বালার পর, আতঙ্ক আরও একবার চেপে বসল তার বুকের ভেতর। ঠিক একই রকম অনুভূতি—যেটা সে প্রথমবার এই ঘরটা দেখার পর অনুভব করেছিল।

দু'দিনের পুরোনো রক্তের দাগ লেগে আছে। ক্লিনিং সার্ভিস লোক এখনও আসেনি। ঘরটাকে ধুয়ে-মুছে সাফসুতরো করে, সাদা রঙের আস্তরণ চাপিয়েও, তারা কোনোদিনই এখানে ঘটে যাওয়া নারকীয় ঘটনার ইতিহাস চিরতরের জন্য মুছে ফেলতে পারবে না। কারণ এই ঘরের বাতাসে চিরকালের মতো মিশে গেছে আতঙ্কের সেই ঘ্রাণ।

তুমি এই দরজার দিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকেছ। সুতি কাপড়ের পাতলা পর্দা রাস্তায় জ্বলতে থাকা বাতির আলো আটকে রাখতে পারছে না। ফ্যাকাশে আলোর রেখা ছড়িয়ে পড়ছিল বিছানার ওপর। ছড়িয়ে পড়ছিল ঘুমন্ত মেয়েটার শরীরের ওপরে। আমি নিশ্চিত তুমি হয়তো কিছুক্ষণের জন্য চুপচাপ এ জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলে। গভীর মনোযোগের সাথে তাকিয়ে থেকেছ মেয়েটার দিকে। পর্যবেক্ষণ করেছ। ভেবেছ তোমার কাজের কথা। কারণ তোমার কাছে এও এক ধরনের আনন্দ, তা নয় কি? নিঃশব্দে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে তোমার রক্তের মধ্যে। প্রবাহিত হয়েছে মাদকের মতো। প্রতিটা স্নায়ু, প্রতিটা রক্তনালীতে জেগে উঠেছিল সেই উত্তেজনা। এমনকি অজানা আনন্দে আঙুলের ডগাগুলোও কাঁপতে আরম্ভ করে।

চিৎকার করার সময় মতো পায়নি এলেনা ওরটিজ। যদি বা পেয়েও থাকে, কেউ তা শোনেনি—না পাশের ইউনিটের পরিবার, না নিচের ফ্ল্যাটের দম্পতি।

প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি অনুপ্রবেশকারী নিজে নিয়ে এসেছিল—ডাকটেপ, ক্লোরোফর্ম ভেজানো কাপড়ের টুকরো, আর এক ছড়া সার্জিকাল যন্ত্রপাতি। সে ছিল সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে মেয়েটার ওপর পাশবিক অত্যাচার চালায় কসাইটা। হয়তো কিছু সময়ের জন্য এনেলা ওরটিজ অচেতন অবস্থায় পড়েছিল। এরপর তার জ্ঞান ফিরে আসে। হাতের কব্জি ও পায়ের গোড়ালিতে ঘষা লেগে সৃষ্ট ক্ষতের চিহ্ন প্রমাণ করে মেয়েটা নিজেকে ছাড়ানোর জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে গেছে। এক পর্যায়ে চরম আতঙ্ক ও যন্ত্রণা অতিশয্যে নিজের শরীরের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বসে। সেই সময় মূত্রথলিতে সৃষ্ট চাপ ধরে রাখতে ব্যর্থ হয় এলেনা, যে জন্য বিছানার ম্যাট্রেসে মিলেছে রক্তমিশ্রিত প্রস্রাবের নিদর্শন। অপারেশনটাকে তুলনা করা যেতে পারে সূক্ষ্ম হাতে নিপুণভাবে গড়া এক নিষ্ঠুর শিল্পকর্মের সাথে। সময় নিয়ে করেছিল পুরো কাজটা। নিজের যতটুকু প্রয়োজন, ঠিক ততটুকুই নিয়েছিল।

মেয়েটিকে সে ধর্ষণ করেনি। হয়তো সক্ষমতা ছিল না।

কসাইটা যখন তার কাটাকুটির শেষ করে, এলেনা তখনও জীবিত। শ্রোণীদেশের ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছিল। হৃদযন্ত্রও সচল ছিল। কিন্তু কতক্ষণ? ডা. টিয়ারনির ধারণা, অন্তত আধা ঘণ্টা মেয়েটা ঐ অবস্থায় বেঁচে ছিল। ত্রিশ মিনিট... যা এলেনা ওরটিজের কাছে এক অনন্তকাল মনে হয়েছে।

সেই সময় তুমি কী করছিলে? তোমার যন্ত্রপাতি গোছাচ্ছিলে? সংগ্রহ করা পুরস্কারটিকে কাচের বয়ামে ভরছিলে? নাকি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে থাকা মেয়েটার দেখছিলে আর আনন্দ নিচ্ছিলে?

এই কাহিনির শেষ অধ্যায়টি রচিত হয়েছিল দ্রুত আর নিরাসক্ত দক্ষতায়, যেন বহুবার অভ্যস্ত হাতে সারা এক নিষ্ঠুর আচার। কাজ সারা হয়ে গেলে খুনি এগিয়ে গিয়েছিল বিছানার মাথার দিকে। বাঁ হাতে এলেনার চুলের মুঠি ধরে এমনভাবে টান দিয়েছিল যে, দুই ডজনেরও বেশি চুল ছিঁড়ে আসে। পরবর্তীতে যা ছড়িয়ে পড়া অবস্থায় বালিশ আর মেঝেতে পাওয়া যায়। রক্তের দাগ পরিষ্কার বলে দিচ্ছে শেষ মুহূর্তে ঠিক কী ঘটেছিল এলেনা ওরটিজের সাথে। মাথাটা শক্ত করে পেছনের দিকে চেপে ধরে, অরক্ষিত গলার ওপর গভীরভাবে ছুরি চালিয়ে ছিল খুনি। বাঁ চোয়ালের নিচ থেকে শুরু করে ডানদিকে একটা গভীর টান। আর তাতে মেয়েটার বাম ক্যারোটিড ধমনি ও শ্বাসনালি বিভাজিত হয়ে যায় দুভাগে। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্ত বিছানার বাম দিকের দেওয়ালে গিয়ে লাগে, সরলরৈখিকভাবে নিচের দিকে গড়িয়ে পড়ে দেওয়ালের গা বেয়ে, যা শ্বাসনালী বিভাজিত হওয়ার প্রমাণ। বালিশ আর বিছানা চাদর পুরোপুরি ভিজে গিয়েছিল।

জানালার চৌকাঠেও লেগেছিল রক্ত, যা তার গলায় ছুরি চালানোর পর ছড়িয়ে পড়েছিল বলেই মুরের ধারণা।

অনেকক্ষণ বেঁচেছিল এলেনা। গলা থেকে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্ত দেওয়ালে আছড়ে পড়তে দেখেছিল। ছিন্ন শ্বাসনালীতে রক্ত জমে সৃষ্ট গার্গলের শব্দ পৌঁছেছিল তার কানে। কাশির সাথে উগড়ে দিয়েছিল রক্তমাখা শ্লেষ্মা।

অনেকক্ষণ বেঁচে ছিল সে। বুঝতে পারছিল—সে যে মারা যাচ্ছে।

আর যখন সব শেষ হয়ে গেল, যখন তার লড়াই থেমে গেল, আমাদের জন্য তুমি রেখে গেলে তোমার চিহ্ন। মেয়েটার পরনের নাইটশার্টটা সুন্দর করে ভাঁজ ড্রেসারে রেখে দিলে। কেন? সদ্য মৃত নারীর প্রতি বিকৃত সম্মানের নিদর্শন, যাকে তুমি নিজ হাতে হত্যা করেছ? নাকি আমাদের প্রতি তোমার করা উপহাস? নাকি আমাদের বোঝাতে চাও যে নিজের ওপর তোমার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে?

বসার ঘরে ফিরে এল মুর। সেখানে পেতে রাখা আরামকেদারায় ধপ করে বসে পড়ল। অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরটা বেশ গরম ছিল। বাতাসের ছিটেফোঁটা পর্যন্ত নেই। তা সত্ত্বেও শরীর কাঁপছে তার। বুঝতে পারছিল না, এই শীতলতা শরীরের, নাকি মনের। তার ঊরু আর কাঁধে ব্যথা করছিল। হয়তো কোনো ভাইরাসের প্রভাব। হয়তো গ্রীষ্মের ফ্লুতে আক্রান্ত হয়েছে—সবচেয়ে খারাপ প্রকৃতির। মনে মনে সেসব জায়গার কথা ভাবতে থাকল, যে জায়গাগুলোতে সে এই মুহূর্তে থাকতে পারত। মেইনের কোনো হ্রদে ভাসমান নৌকায়, মাছ ধরার ছিপ শোঁ শোঁ করে ছোঁড়া হচ্ছে। অথবা সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে কুয়াশা আসার দৃশ্য দেখছে। এমনই কোনো একটা জায়গায়, কিন্তু অন্তত এই মৃত্যুপুরীতে নয়।

সহসা তার পেজারটি শব্দ করে উঠল। দ্রুত হাতে যন্ত্রটা বন্ধ করল সে। টের পেল হৃদপিণ্ড প্রচণ্ড রকমের ধুকপুক করছে। নিজেকে শান্ত করে, তারপর মোবাইল ফোন বের করে নম্বর ডায়াল করল মুর।

"রিজোলি," প্রথমবার রিং হতেই অপরপ্রান্ত থেকে সোজাসাপটা উত্তর এল তীক্ষ্ম স্বরে।

"তুমি আমাকে পেজ করেছিলে?"

"তুমি তো আমাকে একবারও বলোনি যে ভিক্যাপ (VICAP) থেকে কিছু একটার খোঁজ পেয়েছিলে," সে বলল।

"কীসের খোঁজ?"

"ডায়ানা স্টার্লিংয়ের। আমি ওর মামলার নথিগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করছিলাম।"

ভায়োলেন্ট ক্রিমিনাল অ্যাপ্রিহেনশন প্রোগ্রামকে সংক্ষেপে ভিক্যাপ নামে সম্বোধন করা হয়। এটা একটা জাতীয় ডাটাবেজ প্রোগ্রাম, যেখানে সারাদেশে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড এবং কারো ওপর আক্রমণের ঘটনা সম্পর্কিত তথ্যাদির নথি সংরক্ষরণের কাজ করে থাকে। হত্যাকারীরা প্রায়শই একই ধাঁচে অপরাধ করে। তদন্তকারীরা ভিক্যাপ থেকে পাওয়া তথ্যউপাত্ত ব্যবহার করে বিভিন্ন মামলার

সাথে ঐ অপরাধীর যোগসূত্রতা খুঁজে বের করতে পারে। মুর আর তার তৎকালীন সঙ্গী রাস্টি স্টিভ্যাক রুটিনমাফিক ভিক্যাপে অনুসন্ধান চালিয়েছিল।

"নিউ ইংল্যান্ডে আমরা কোনো মিল পাইনি।" মুর বলল। "আমরা প্রায় প্রতিটা হত্যাকাণ্ডের ঘটনা খুঁজে দেখেছিলাম, যেগুলোতে রাতের বেলায় ঘরের ভেতরে ঢুকে, ডাক্ট টেপ দিয়ে হাত-পা বেঁধে কাটাকুটির মতো বীভৎস ঘটনা ঘটান হয়েছে। স্টার্লিংয়ের সাথে কোনোটার মিল খুঁজে পাইনি।"

"তিন বছর আগে জর্জিয়ায় ঘটা ধারাবাহিক খুনের বিষয়ে তোমার কী মত, যে ঘটনায়—অ্যাটলান্টায় একজন আর স্যাভানায় তিনজন, মোট চারজন খুন হয়েছিল? ভিক্যাপের ডাটাবেজেই আছে।"

"ঐ মামলাগুলোও খতিয়ে দেখেছি আমি। সেই অপরাধী আমাদের অপরাধী নয়।"

"আমি কী বলি শোনো, মুর," রিজোলি বলল, "ডোরা সিকোনে, বয়স বাইশ, এমোরি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তরে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী। তাকে প্রথমে রোহিপনল প্রয়োগে অচেতন করা হয়েছিল, তারপর নাইলন দড়ি দিয়ে বিছানায় বাঁধা..."

"আমরা যাকে খুঁজছি, সে ক্লোরোফর্ম আর ডাক্টটেপ ব্যবহার করে।"

"তার পেট চিরে গর্ভাশয় কেটে বের করা হয়েছিল। তারপর একটা মাত্র মারণ আঘাতে মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছিল। ধারাল কিছুর সাহায্যে গলায় একটা মাত্র পোঁচ। আর অবাক করার মতো ব্যাপার হলো—তার পরনে থাকা রাতের পোশাকটিও ভাঁজ করে চেয়ারের ওপর রেখে গিয়েছিল। শুনে মনে হচ্ছে না, খুব বেশি মিলে যাচ্ছে?"

"জর্জিয়ার যে মামলাটার কথা বলছো, ওটা দুই বছর আগেই বন্ধ হয়ে গেছে," মুর বলল। "সেই অপরাধী মারা গেছে।"

"কে বলতে পারে, স্যাভানার পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কোনো ভুল হলেও তো হতে পারে? এমনও তো হতে পারে যাকে হত্যাকারী মনে করে মামলা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, সে আসলে প্রকৃত হত্যাকারী নয়?"

"তাদের কাছে প্রমাণ হিসাবে ডিএনএ ছিল। ফাইবার, চুল। তাছাড়া একজন সাক্ষীও ছিল। একমাত্র বেঁচে যাওয়া ভিকটিম।"

"ওহ, হ্যাঁ। বেঁচে যাওয়া এক নারী, যে ছিল পাঁচ নম্বর শিকার।" রিজোলির কণ্ঠে একরকম তাচ্ছিল্যের সুর।

"সেই ভদ্রমহিলা অপরাধীর পরিচয় নিশ্চিত করেছিল," মুর বলল।

"সুযোগ বুঝে গুলি করে ভবলীলা সাঙ্গ করে দিয়েছিল।"

"তুমি কি তাহলে এখন ভূতকে গ্রেফতার করতে চাও?"

"তুমি কি কখনও সেই বেঁচে যাওয়া ভিকটিমের সঙ্গে কথা বলেছ?" রিজোলি জিজ্ঞাসা করল।

“না।”

“কেন?”

“সেসবের কী প্রয়োজন বলো?”

“প্রয়োজন ছিল, মুর। তাহলে জানতে পারতে যে সেই ঘটনার পর সে স্যাভানা ছেড়ে চলে গেছে। আর এখন সে কোথায় থাকে, জানো?”

আচমকাই মুরের হৃদস্পন্দনের গতি বেড়ে গেল। মোবাইলের ফোঁসফোঁস শব্দের ভেতর দিয়েই সে নিজের রক্তের প্রবাহমান শব্দ শুনতে পেল।

“বোস্টন?”—মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করল মুর।

“আর তুমি এটাও বিশ্বাস করতে পারবে না যে, সে এখন কী করে জীবিকা নির্বাহ করছে।”